ইতিহাস
মেক্সিকোর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেনবাউম
৯

সংবাদ প্রতিদিন

সংবাদ প্রতিদিন প্রেসক্রিপশন
ব্রেন হেমারেজ বিপদ শিয়রে
৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৪.০০ টাকা | * | কলকাতা সংস্করণ | মঙ্গলবার | ৪ জুন ২০২৪ | বৃষ্টি | সর্বনিম্ন ২৯°/৩৭° সর্বাধিক | ১০ পাতা

সংবাদ প্রতিদিন .in
অপেক্ষা শেষ, আজ
ভোটের সব ফলাফল ও খবর জানতে চোখ রাখুন www.sangbadpratidin.in -এ

SKIPPER PIPES
INDIA'S SAFEST PIPES

দেশের রায় ২০২৪

মোদি না ত্রিশঙ্কু ?

আজ ফল, এনডিএ-ইন্ডিয়ার টানাপোড়েন

নয়াদিল্লি: বুথ ফেরত সমীক্ষার আভাস কি সত্যি প্রমাণিত হবে? নাকি বিরোধীদের দাবিই মিলবে?

আজই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। তৃতীয়বারের জন্য মসনদে বসবেন নরেন্দ্র মোদি নাকি অন্য কেউ? জানা যাবে, বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে কি কেন্দ্রে সরকার তৈরি হবে? নাকি কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, ত্রিশঙ্কু হবে সংসদ!

সাত দফার ভোটের পর বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল সামনে আসতে শুরু হয়েছিল বিতর্ক। অধিকাংশ সমীক্ষাই এনডিএ-কে চারশোর কাছাকাছি আসন দেয়। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে যেখানে বিজেপির কার্যত কোনও অস্তিত্বই নেই, সেখানেও তাদের ঝুলি ভরে দেওয়া হয়েছে বহু আসন। আবার কর্নাটকের মতো রাজ্যে কংগ্রেসের ভাল ফল করার কথা। সেখানেও এগিয়ে রাখা হয় বিজেপিকে। বাংলাতেও কয়েকটি সমীক্ষা তৃণমূল কংগ্রেসকে এগিয়ে রাখলেও অধিকাংশই বিজেপিকে অনেকটা এগিয়ে রেখেছে।

> "গরিবের ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে সমাজের প্রান্তিক মানুষকে পরিষেবা দেওয়া। আজ ভারত বহু দেশের আদর্শ।"
> **নরেন্দ্র মোদি**

> "আমাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আশা করছি, এগজিট পোলে যা বলা হয়েছে, ফল হবে তার উল্টো।"
> **সোনিয়া গান্ধী**

> "যারা বিজেপির হয়ে বুথ দেখে, তারাই এগজিট পোল করেছে। আমাদের সমীক্ষা, আমরা উত্তরপ্রদেশে বহু আসন জিতব।"
> **অখিলেশ যাদব**

> "দেশের মানুষ, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করতে মিথ্যা সমীক্ষা করা হয়েছে। এগজিট পোল নিষিদ্ধ হোক।"
> **সঞ্জয় সিং**

সমীক্ষার এই ফলকে পুরোপুরি খারিজ করে দেয় কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দাবি করেন, "এটা 'মোদি মিডিয়া পোল'। কল্পনার পোল।" কংগ্রেসের তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। তাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি তথা বড় নেতারা নিজেদের রাজ্যের পরিস্থিতি এবং দলের অভ্যন্তরের সমীক্ষা তুলে ধরেছেন। কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার যেমন দাবি করেন, "কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবে।" রাজস্থানের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিংয়ের দাবি, মরুরাজ্যে কংগ্রেস অন্তত ১১-১২ আসনে জেতা নিশ্চিত। সার্বিকভাবে ২৫ আসনের মধ্যে বিজেপির থেকে বেশি আসন পাওয়ার দাবি করেছেন তিনি। তেমনি মহারাষ্ট্রের প্রদেশ সভাপতি নানা পাটলে দাবি করেছেন, সে রাজ্যে 'ইন্ডিয়া' ৩৮-৪০ আসন জিতবে।

ফল প্রকাশের একদিন আগে যখন মোদি তাঁর আগামী দিনের সংকল্পের কথা টুইটে স্মরণ করিয়েছেন, তখন যথেষ্ট আশাবাদী কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীও। তিনি জানিয়েছেন, এগজিট পোলের থেকে একেবারে ভিন্ন ফল হবে। সোনিয়ার কথায়, "আমাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আশা করছি, এগজিট পোলে যা বলা হয়েছে, ফলাফল হবে একেবারে তার উল্টো।"

পাঁচের পাতায়

এক ঝলক

আজ রাজ্যজুড়ে ঝড় ও বৃষ্টি

■ **কলকাতা :** আজ, মঙ্গলবার ভোটগণনার দিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, সব জেলায় ঝড় ও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ সব জেলাতেই হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে এবং ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এই ঝড়-বৃষ্টি বুধবারও চলবে। বুধবার কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। ঝড়বৃষ্টি হলেও গরম কমবে না বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস।

দুধের দাম বাড়াল না নবান্ন

■ **কলকাতা :** দুধের দাম বাড়াচ্ছে না বাংলা ডেয়ারি। আমূল ও দিল্লির মাদার ডেয়ারি সংস্থা ভোট মিটতেই দুধের দাম লিটার পিছু ২ টাকা করে বাড়িয়েছে। সোমবার থেকে বর্ধিত দামে এই দুই ব্রান্ডের দুধ কিনেছে মানুষ। কিন্তু জনস্বার্থে রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্র্যান্ড 'বাংলা ডেয়ারি' সেই পথে হাঁটছে না বলেই প্রাণী সম্পদ দফতর সূত্রে খবর। দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কাঁচামাল-সহ আনুসঙ্গিক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজ্য সরকার দুধের দাম বাড়াচ্ছে না। বাড়িয়েছে দিল্লির মাদার ডেয়ারি। তাই নিয়েই বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

শাহজাহানের জামিন একটিতে

■ **কলকাতা :** বসিরহাট আদালতে পুলিশের করা একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় সোমবার জামিন হল শেখ শাহজাহানের। গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহানের বাড়িতে ইডি তল্লাশিতে গেলে তাদের উপর যে আক্রমণ হয় সেই ঘটনায় পুলিশ একাধিক মামলা করেছিল। তার একটিতে শাহজাহানের জামিন হয়েছে। তবে শাহজাহানের বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে। সিবিআই ও ইডিরও আলাদা মামলা আছে। বসিরহাট আদালতে একটি মামলায় জামিন হলেও শাহজাহান জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।

বাগজোলা খালে তল্লাশি নৌসেনার

■ **কলকাতা :** বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় সোমবার ভাঙড়ের কাছে বাগজোলা খালে তল্লাশি চালিয়েছে ভারতীয় নৌসেনা। ভারতীয় নৌসেনার কাছে তল্লাশিতে সাহায্য চেয়েছিল সিআইডি। সাংসদের দেহাংশ বাগজোলা খালে ফেলা হয়েছে বলে সিআইডির সন্দেহ। কিন্তু সিআইডির তল্লাশিতে দেহাংশ মেলেনি। নৌসেনার কাছে যে আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে তাকে ব্যবহার করে সিআইডি দেহাংশ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। নৌসেনার তিনজন প্রতিনিধি এদিন আসেন।

গণনার আগে বার্তা মমতার

এগিয়ে-পিছিয়ে দেখবেন না, শেষে তৃণমূলই জিতবে

স্টাফ রিপোর্টার : লোকসভা ভোটের এগজিট পোলকে উপেক্ষা করার পাশাপাশি গণনা শুরুর পর 'এগিয়ে-পিছিয়ে' থাকার খবরকে গুরুত্ব না দিতে দলের শীর্ষনেতৃত্বকে বার্তা দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দলের একাধিক শীর্ষনেতার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় নেত্রী জানিয়েছেন, তৃণমূল কর্মীদের মনোবল ভাঙতে নানাধরনের চক্রান্ত করছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ করে তৃণমূল পিছিয়ে পড়তে পারে এমন বিধানসভা কেন্দ্রগুলি আগে গণনা করে জোড়াফুল শিবিরের মনোবলে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করবে বিজেপি। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে ৭টি বিধানসভা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে দুটিতে পিছিয়ে পড়লেও বাকি পাঁচটিতে লিড দিয়ে সেই লোকসভা আসনে জয়ী হবেন তৃণমূল প্রার্থীই। বিজেপির চক্রান্ত হল, বিরোধীরা লিড পেতে পারে এমন বিধানসভার ফল আগে প্রকাশ করে পরিকল্পিতভাবে রটিয়ে দেওয়া হবে, ওই লোকসভায় তৃণমূল হেরে গিয়েছে। কিন্তু অন্য বিধানসভা ক্ষেত্রগুলিতে গণনার পর যে তৃণমূল আগের চেয়েও বেশি মার্জিনে জিতবে তা ভুললে চলবে না। নেত্রীর কথায়, ''আপনারা নিশ্চিত থাকুন, দুটি বিধানসভায় যদিও দলের প্রার্থী পিছিয়ে পড়ে তবে দেখবেন তৃতীয়টি থেকেই জোড়াফুলের প্রার্থী নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যেতে শুরু করবে। শেষ হাসি হাসবে অবশ্যই তৃণমূল প্রার্থী। তাই আপনারা এই 'এগিয়ে-পিছিয়ে' পড়ার প্রবণতার উপর গুরুত্ব দেবেন না। শুধুমাত্র গণনা কেন্দ্রের টেবিলে থাকা কাউন্টিং এজেন্টরা নয়, বাইরে থাকা দলীয় কর্মীরাও চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এলাকা ছাড়বেন না।'' দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ও গণনার দায়িত্বপ্রাপ্তদের এমনই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

■ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —ফাইল চিত্র

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সমীক্ষা রিপোর্টের তথ্যকে উড়িয়ে দিয়ে এদিনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাসী গলায় নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, যে যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত বাংলার মানুষ তৃণমূলকেই বিপুল সংখ্যক আসনে জিতিয়ে দেবে। নেত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, ''বাংলার গ্রামেগঞ্জে গত আড়াই মাস ধরে আমি ঘুরেছি। রাজ্যের সমস্ত মানুষের চোখেমুখে স্পষ্ট দেখেছি, বাংলা বিরোধীদের কেউই ভোট দেবে না। বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের শুধু বঞ্চনা নয়, জুলুমবাজির বিরুদ্ধেও এই ভোটে রায় দিয়েছে। তাই জয় আমাদের হবেই।''

দলের শীর্ষনেতৃত্বকে এদিনও তথ্য দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, এগজিট পোলের নামে যা প্রচার হচ্ছে তা বাংলার বিরুদ্ধে আরও একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত। মানুষের রায়ের সঙ্গে এই সমীক্ষা রিপোর্টের কোনও সম্পর্ক নেই। এগজিট পোলে যে সমস্ত সম্ভাব্য আসনের কথা বলা হচ্ছে, গণনার পর দেখা যাবে তৃণমূল কংগ্রেস তার দ্বিগুণেরও বেশি আসন পেয়েছে।

পাঁচের পাতায়

আজ এগজিট পোলেরও পরীক্ষা

সন্দীপ চক্রবর্তী

আজ এগজিট পোলেরই পরীক্ষা। ভোট এলেই এবং ভোট শেষ হলেই অবশ্য প্রতিবারই এই পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু এবারের সমীক্ষা নিয়ে কার্যত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে এগজিট পোল করা সংস্থাগুলি।

ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস বলছে, বুথফেরত সমীক্ষার ইঙ্গিত একেবারে ভুল প্রমাণিত হওয়ার উদাহরণ অসংখ্য। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। উঠে আসছে ২০০৪ সালের লোকসভা ও ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের পূর্বাভাস-প্রসঙ্গ।

২০০৪ সালের ভোটে বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়েছিল সমীক্ষক-সংস্থাগুলি। বেশিরভাগই দাবি করেছিল, অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ ২৪০ থেকে ২৭৫ আসন পাবে। কিন্তু আসলে সরকার গঠন করেছিল কংগ্রেস জোট। ২০১৪ ও ২০১৯ সালে অন্যদিকে এই সংস্থাগুলি বিজেপি শিবিরকে যতটা আসন দেয়, বাস্তবে আরও বহু আসন বাড়িয়ে নেয় গেরুয়া শিবির। দুই বারই যথাক্রমে প্রায় ২০ ও ১৫ শতাংশ আসন বেড়ে গিয়েছিল এগজিট পোলের 'পূর্বাভাস' থেকে। ২০০৯ সালেও জনমতের স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারেনি এগজিট পোলগুলি।

আর ২০২১ তো প্রায় বহু সংস্থার 'ভাবনার গালে' থাপ্পড় কষিয়েছিল। সেবার 'দুশো পার' স্লোগান তুলেছিল বিজেপি। অনেকটা এবারের মতো। একুশের বাংলার ভোটে এবিপি সি ভোটার বিজেপিকে ১০৯-১২১ ও তৃণমূলকে ১৫২-১৬৪ দেয়। বামেদের দেয় ১৪-২৫। রিপাবলিক সিএনএক্সের এগজিট পোলে 'রায়' ছিল যথাক্রমে ১৩৮-১৪৮ ও ১২৮-১৩৮। বামেদের ১১-২১। টাইমস নাউ-সি ভোটারের সমীক্ষায় বিজেপির ১১৫, তৃণমূলের ১৫৮, বাম-কংগ্রেসের ১৯। রিপাবলিক-জন কি বাতের সমীক্ষায় ১৬২-১৮৫ বিজেপি, তৃণমূল ১০৪-১২১। বাম-কংগ্রেস ৩-৯।

পাঁচের পাতায়

■ জলপাইগুড়িতে গণনাকেন্দ্রের সামনে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা। সোমবার। —সুবীর এস

আগামীবার ভোট শেষ হবে এপ্রিলের মধ্যেই

বাংলাতেও শান্তিতেই ভোট, জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : সারা দেশে হিংসা মুক্ত পরিবেশে ভোট হয়েছে। হিংসা হয়নি বাংলায়। এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, "সারা দেশে হিংসা মুক্ত পরিবেশে, শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়েছে। বাংলাতেও ভোট মিটেছে প্রায় নির্বিঘ্নেই। বুলেট নয় ব্যালটেই গুরুত্ব দিয়েছেন বাংলার মানুষ।" পাশাপাশি আগামী দিনে এপ্রিল মাসের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হবে, সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে কমিশন। এ প্রসঙ্গে রাজীব কুমার বলেছেন, "আমাদের একমাস আগে নির্বাচন শেষ করতে হত। এত গরমে ভোট করাতে হত না।"

ভোটের সময়ে যেমন বাংলায় হিংসা হয়নি, ভোটের পরেও হিংসার পরিবেশ তৈরি হবে না বলেই আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার এবং আধা সামরিক বাহিনী একত্রিতভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে । রাজীব কুমার বলেন, "আদর্শ আচরণ বিধি পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু রাজ্যে যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় আধা সামরিক বাহিনী থাকবে তা আগেই জানানো হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুরে আধা সামরিক বাহিনী থাকবে এবং তা রাজ্য সরকারের দায়িত্বেই থাকবে। আমরা আশাবাদী যে রাজ্য সরকার এবং আধা সামরিক বাহিনী মিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। ভোট পরবর্তী হিংসা হতে দেবে না।" প্রসঙ্গত, আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

পাঁচের পাতায়

শ্লীলতাহানির অভিযোগ জওয়ানের বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : ফের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল ভোটের ডিউটিতে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের বিরুদ্ধে। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুরের পর এবার কলকাতায়। ভোটের ডিউটি সেরে ফেরার পথে এক সিআরপিএফ জওয়ান উত্তর কলকাতার চিৎপুরে রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকে এক তরুণীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ওই তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে চিৎপুর থানার পুলিশ নিরঞ্জন প্রধান নামে ওই সিআরপিএফ জওয়ানকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ওই জওয়ানকে শিয়ালদহ আদালতে তোলা হলে তাকে ৭ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দায় সরব তৃণমূল। এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে 'অমিত শাহ চুপ কেন' প্রশ্নও তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পুলিশ জানিয়েছে, নিরঞ্জন প্রধান জি-৬৪ ব্যাটালিয়নের জওয়ান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ভোটের ডিউটি ছিল ওই জওয়ানের। ভোটের ডিউটি সেরে রবিবার রাতে কলকাতা স্টেশনে পৌঁছন নিরঞ্জন। কলকাতা স্টেশনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। নিজের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয়

পাঁচের পাতায়

'ত্রিশঙ্কু হলে গণতান্ত্রিক নজির মানুন'

রাষ্ট্রপতিকে আর্জি প্রাক্তন বিচারপতিদের

নয়াদিল্লি : ভোটগণনার ফলাফলে ত্রিশঙ্কু লোকসভার ইঙ্গিত মিললে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যেন 'গণতান্ত্রিক নজির অনুসরণ করেন'। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী 'প্রাক নির্বাচনী জোট'কে সরকার গড়তে আমন্ত্রণ জানান এবং ঘোড়া কেনাবেচা আটকান। ফল ঘোষণার একদিন আগে খোলা চিঠি লিখে আর্জি জানালেন হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা। একটি খোলা চিঠিতে তাঁরা শুধু রাষ্ট্রপতি নন, দেশের প্রধান বিচারপতি ডিয়াই চন্দ্রচূড় এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারকেও এই আর্জি জানিয়েছেন। বর্তমান শাসক দল জনগণের আস্থা অর্জন করতে না পারলে যাতে সংবিধান মেনে ক্ষমতার মসৃণ হস্তান্তর হয়, তা নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা হয়েছে। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন মাদ্রাজ হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জিএম আকবর আলি, অরুণা জগদীশন, ডি হরিপরন্তনম, পিআর শিবকুমার, সিটি সেলভাম, এস বিমলা এবং পাটনা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপি অঞ্জনা প্রকাশ। চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলেরই অনুগামী নন।

আজ, মঙ্গলবার সকাল ৮টায় শুরু হতে চলেছে লোকসভার ভোটগণনা। তার আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখে লোকসভা নির্বাচন যে পদ্ধতিতে হয়েছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। চিঠিতে বলা হয়েছে, ভোটের ফলে যদি ত্রিশঙ্কু লোকসভা হয়, তাহলে ক্ষমতার হস্তান্তর মসৃণ নাও হতে পারে এবং সাংবিধানিক সংকট হতে পারে। প্রাক্তন আমলাদের নিয়ে গঠিত কনস্টিটিউশনাল কন্ডাক্ট গ্রুপ গত ২৫ মে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। তার উল্লেখ করে প্রাক্তন বিচারপতিরা লিখেছেন, 'আমরা উপরোক্ত বিবৃতিতে পরিকল্পিত পরিস্থিতির সঙ্গে একমত হতে বাধ্য। ত্রিশঙ্কু সংসদের ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাঁধেই কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ে। আমরা নিশ্চিত রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক নজির স্থাপন করবেন। তিনি নিশ্চই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের দাবিদার প্রাক নির্বাচনী জোটকেই প্রথমে সরকার গঠন করতে ডাকবেন।

পাঁচের পাতায়

'ইডির ব্যর্থতাতেই পলাতক মালিয়ারা'

নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত। নীরব মোদি, বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসির মতো ঋণখেলাপিরা দেশছাড়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ব্যর্থতাতেই। এমনই মন্তব্য মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতের। তদন্তকারী সংস্থাগুলি সময়মতো গ্রেপ্তার করতে না পারার কারণেই দেশ ছেড়ে পালাতে পেরেছেন তাঁরা। ব্যোমেশ শাহ নামের এক ব্যক্তির জামিন বিষয়ক মামলায় এই মন্তব্য আদালতের।

নীরব মোদি, বিজয় মালিয়া এবং মেহুল চোকসি— দেশে ছেড়ে পলাতক তিন ঋণখেলাপি যাঁদের মাথার উপর ঋণের বোঝার পরিমাণ বিপুল বললেও কম বলা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই তিন জনের নেওয়ার ঋণের পরিমাণ, ২০০ কোটি মার্কিন ডলার, ৯০০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং ১৮০ কোটি মার্কিন ডলার। যা না ফিরিয়েই তাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক এম জি দেশপাণ্ডে ইডিকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, "আপনারা যদি সময়ে তদন্ত শেষ করতে পারতেন তাহলে এরা কেউই দেশ ছেড়ে পালাতে পারত না।" ব্যোমেশ শাহ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওঠা বেআইনিভাবে সুদে টাকা খাটানোর মামলার শুনানিতে ইডির তদন্তের প্রসঙ্গ ওঠে। শর্তসাপেক্ষে ব্যোমেশ শাহকে বিদেশ যাওয়ার জন্য জামিন দেওয়া যায় কি না সেই প্রসঙ্গই উঠেছিল আদালতে। ব্যোমেশ বিদেশ ভ্রমণের জন্য তাঁর জামিনের শর্ত শিথিল করার আবেদন জানান। তাঁর যুক্তি ছিল, ব্যবসার কাজে তাঁকে ঘন ঘন বিদেশে যেতে হয়। সেই আর্জির বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

পাঁচের পাতায়

বিপুল জনস্রোতের কথা ভেবে দিঘামুখী সমস্ত রাস্তা চওড়া করার পরিকল্পনা হয়েছে

বিশ্ব সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান করা হবে দিঘা জগন্নাথ ধামকে

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়
দিঘা

পুরী জগন্নাথধামের মূল আত্মা অক্ষুণ্ণ থাকবে দিঘার মন্দিরে। সঙ্গে ডানা মেলবে একটি বিশ্ব সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। যার উদ্দেশ্য হবে মূলত গবেষণা। কেউ চাইলে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মীয় সংস্কৃতি, স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, সেখানকার লোক বিশ্বাসের মতো নানা বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন। রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ এমনকী, বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের মন্দির বা ধাম, সেখানকার স্থানীয় লোক সংস্কৃতির উপরও গবেষণা করা যাবে। অর্থাৎ দিঘার জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য শুধু ধাম নয়, বাংলায় সমাজ-সংস্কৃতির গবেষণার অন্যতম আকর কেন্দ্র হয়ে ওঠা। ঠিক এই কথা মাথায় রেখেই ঠিক হয়েছে এই সংস্কৃতি কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক নাম হবে দিঘা জগন্নাথ সংস্কৃতি কেন্দ্র।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বা সেখানে গবেষণার স্বপ্ন এখনও বহু মানুষের কাছে স্বর্গীয় অনুভবের সমান। সেসব অতীত ইতিহাস। রাজ্য প্রশাসন চাইছে যতটা সম্ভব দেশের আত্মার সমতুল সেই সংস্কৃতির চেহারায় দিঘার এই জগন্নাথ সংস্কৃতি কেন্দ্রকে গড়ে তুলতে। নিউ দিঘা স্টেশন সংলগ্ন নন্দকুমার-দিঘা জাতীয় সড়কের ধারে মহাপ্রভুর যে মন্দির তৈরি হচ্ছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই মন্দিরের ভিতরেই থাকবে বিশ্বমানের একটি গবেষণা কেন্দ্র, আর তার জন্য পাঠাগার। যেখানে তথ্য বইয়ের আকারেও থাকবে, থাকবে ডিজিটাল তথ্য হিসাবেও। এবং এই গবেষণার প্রয়োজনেই তৈরি হবে গবেষক-আবাস। যেখানে দেশি তো বটেই, বিদেশ থেকেও পড়ুয়ারা এসে থেকে গবেষণা করতে পারবেন। তৈরি হবে একটি সংগ্রহশালা, যেখানে বহু দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বা নথির ভাণ্ডার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। মন্দিরের ভিতরের অংশ তৈরি হয়ে গেলে তার বহির্ভাগ সাজানোর কাজ শুরু হবে। ততদিনে শাস্ত্র-বিধি মেনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করে ফেলার কথা। আর এত বড় কাজ পরিচালনার জন্য সম্ভবত জেলাশাসককে মাথায় রেখে একটি ট্রাস্ট গড়ে দেবে সরকার।

■ যেমন রূপ নিতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দির। সূত্র : সোশ্যাল মিডিয়া

পরিকল্পনা অনুযায়ী সবটা সফল হলে, সরকারের বিশ্বাস, দিঘায় একইসঙ্গে পর্যটন এবং সংস্কৃতি চর্চার বিস্ফোরণ হবে।

পাঁচের পাতায়